



সম্পাদক  
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক  
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক  
জয়ন্ত আচার্য  
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক  
বদরুল আলম নাবিল  
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কার্টুন  
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী  
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী  
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক  
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী  
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা  
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি  
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি  
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি  
নিজামুল হক বিপুল

কানাড়া প্রতিনিধি  
জসিম মল্লিক

হলিউড প্রতিনিধি  
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি  
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি  
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি  
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান  
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক  
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী  
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার  
শামসুল আলম

যোগাযোগ

৯৬-৯৭ নিউ ইস্টাটন, ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১ - ৩

সাকুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৪৪৫৯

ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪

চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত

লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০

ই-মেইল : s2000@dbn-bd.net

info@shaptahik2000.com

দাম : ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড

৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর

পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত

ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও

শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

আবারও বিচূর্ণ হলো দেশের মানবতা, গণতন্ত্র, শুভ চেতনা। আওয়ামী লীগের সমাবেশে বিরোধী দলের নেত্রীকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুঁড়ে বন্য দানবেরা কার্যত হত্যা করতে চেয়েছিল এ দেশের গণতন্ত্রকে। দেশকে নিয়ে যেতে চেয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ভবিষ্যতের দিকে। কার্যত একটি সংঘবদ্ধ অশুভ শক্তি পরিকল্পিতভাবে বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাংলাদেশকে বোমা আতঙ্কের দেশ হিসেবে পরিচিত করেছে। তাদের রুখতে ব্যর্থ হচ্ছে খালেদা জিয়ার সরকার। অশুভ শক্তির কাছে সরকারও যেন অসহায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এ কারণে খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ আজ পরিণত হয়েছে মৃত্যু উপত্যকায়। লাশ আর লাশের সংবাদ আচ্ছাদিত করছে পত্রিকার পাতা।

এ দেশে প্রথম যশোরে উদীচীর সম্মেলনে বড় ধরনের বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এ বিস্ফোরণে মারা যায় ১০ জন। বোমা বিস্ফোরণের প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার না করে প্রধান দুই বিরোধী দল শুরু করে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি। প্রকৃত অপরাধী থেকে যায় আড়ালে। রমনার বটমূলে, গোপালগঞ্জের বানিয়াচর এবং কাদিয়ানী মসজিদ সিলেটে চলছে ধারাবাহিক বোমা হামলা। বোমা হামলার সংঘবদ্ধ ঘটকেরা এবার আঘাত হেনেছে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর। তাদের দৌরাণ্ডে দেশের মানুষ স্তম্ভিত। এদের স্পর্ধা অতীতকে হার মানিয়েছে।

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এসব বোমা হামলার সঙ্গে কারা জড়িত। কেনই বা তারা আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয়দের হত্যা করতে চেয়েছে! কার্যত এ ঘাতকচক্র বিশ্বাস করে না গণতন্ত্রকে। তারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চায়। ধর্মান্ধ এ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী গত দুই দশকে তিল তিল করে নিজেদের সংগঠিত করেছে। মাদ্রাসা, মসজিদকে কেন্দ্র করে তারা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এখন হয়তো তারা ক্ষমতায় যাবার স্বপ্নে বিভোর। এ কারণে তারা পরিকল্পিতভাবে একের পর এক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। নানা ফতোয়া দিচ্ছে। দেশে এক অরাজকতা সৃষ্টি করার পায়তারা করছে।

এসব ধর্মান্ধ বিবেকবর্জিত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হতে হবে দেশের বিবেকবান সচেতন মানুষকে। মনে রাখতে হবে অশুভ শক্তি আজো মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জনকে ধ্বংস করে দিতে অস্টোপাসের মতো এগিয়ে আসছে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে দেরি করি, তাহলে অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। এ কারণে দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ওদের নির্মূলে দুর্বীর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। দেশের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে, সর্বোপরি আগামী প্রজন্মের স্বার্থে।

প্রচ্ছদের ছবি : জিয়া ইসলাম / প্রথম আলো

